মুখবন্ধ

-: মুখবন্ধ :-

বাংলা নাট্যচর্চার সূত্রপাত বেশিদিনের নয়। গদ্যচর্চার পথ ধরে উপন্যাসের মতো নাটকেরও আবির্ভাব ঘটেছে। সামাজিক সমস্যার প্রতি আদিপর্বের নাট্যকারদের বিশেষ ঝোঁক লক্ষ করা গেছে। সমাজ এবং দেশ-কাল-ঐতিহ্যের সঙ্গে নাট্যবিষয়ের সংশ্লেষ নাট্যকারদের সামাজিক দায়বোধকে যেমন প্রকট করেছে, তেমনি লক্ষ করা গেছে সামাজিক প্রেক্ষিতে তাঁদের মুক্তিচেতনার বহুস্তরময় অভিপ্রায়। ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশ উপনিবেশে শিল্প বিপ্লব না ঘটিয়ে, ধনতন্ত্রের বিকাশ-উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না করে, আধা-সামন্ততন্ত্র এবং আধা-বুর্জোয়া স্তরের মিশ্র অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুবাদে এই দেশের উপরিকাঠামো (Super structure) ঔপনিবেশিক চারিত্র্য অর্জন করেছিল। এই ঔপনিবেশিক স্তরের প্রথম দিকে বাংলা নাটকে যে সুর শোনা যায় তা কুসংস্কার আর কু-প্রথার হাত থেকে মুক্তির সুর। ক্রমে প্রকাশিত হতে থাকে জাতীয়চেতনা তথা রাষ্ট্রসাধনার সুর। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে ক্রমে ধ্বনিত হতে থাকে গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির সুর। বাংলা নাটকের বিবর্তনে এই স্তর পরম্পরার মধ্যে ঐক্যের যোগ আছে। বহুস্তরীয় নাটকগুলিতে সামাজিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে কখন বা রাষ্ট্রীয় মুক্তি কিংবা সমাজতান্ত্রিক মুক্তির বাসনা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে।

বাংলা নাটকের বিবর্তনের এই ধারাটি গবেষকদের কাছে অবশ্যই কৌতূহলের। গভীর আগ্রহ থেকে এর রূপরেখাটি অনুসরণ করতে চেয়েছি সুনির্দিষ্ট শিরোনামের সাহায্যে। এজন্য গবেষণাপত্রটির শিরোনাম রাখা হয়েছে — "বাংলা নাটকের বিবর্তনধারা : সামাজিক মুক্তিচেতনা থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে।" এই আলোচনার সীমা বছরের হিসেবে মোটামুটিভাবে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি।

বাংলা নাটকের বিবর্তনের ক্ষেত্রে মঞ্চও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এদেশে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয় হল 'ওল্ড প্লে হাউস'। পরে গেরাসিম লেবেডেফ নামে জনৈক রুশদেশবাসী ১৭৯৫ ও ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী নাটক 'The Disguise'-এর বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' দেশীয় নটনটীদের দিয়ে অভিনয় করান 'বেঙ্গলী

থিয়েটার' স্থাপন করে। এরপর একে একে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার', ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্রদের 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' গড়ে উঠেছে। নবীন বসুর বাড়িতে 'বিদ্যাসুন্দর' (১৮৩৫), আশুতোষ দেবের বাড়িতে 'শকুন্তলা' (১৮৫৭) ইত্যাদির অভিনয় হয়েছে। এগুলি বাঙালী অভিজাত মহলের ব্যক্তিগত সৌখীন উদ্যোগ। মঞ্চাভিনয়ের এইসব উদ্যোগ আয়োজনের ভিতর দিয়ে বাংলা নাটকের প্রত্যাশা জাগাতে থাকে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রথম মৌলিক নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে (অভিনীত হয় ১৮৫৭-তে)। পরবর্তী বাংলা নাটক মুক্তির দ্বার উন্মোচনে অগ্রসরমান। এই অভিযাত্রার বিরতি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। তবে ক্ষণিক বিরতি, পূর্ণচ্ছেদ নয়। কারণ প্রাণচঞ্চল বাংলা নাটক বারংবার তার বিবর্তনের রূপটিকে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মিলিয়ে পরিবর্তিত সময়ের ছাপ এঁকে নিয়েছে তার গায়ে। ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর মুক্তির দিকে, প্রসারিত পথে তার যাত্রা তাই অনবচ্ছিন্ন আর অব্যাহত।

প্রায় একশ বছর ধরে এই নাটকগুলিতে শুধু যে মুক্তির কথা আছে এমনটা ভাববার কারণ নেই। অগ্রগতির সঙ্গে পশ্চাদবর্তিতাও আছে। এইরকম বাঁকা, বহুস্তরিত উপলব্ধির জটিলতায় নাটকের গতিপথ নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

সামাজিক মুক্তিচৈতন্যের দিকে ডাক দিয়েছিল 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪); কৌলীন্য প্রথার মতো জগদ্দল পাথরের চাপের নিচে মানুষ চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারেনি, সমাজের স্তরে স্তরে ব্যভিচার, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাদের কলঙ্কময় জীবন, মদ কিংবা বারাঙ্গনা বিলাসের ব্যভিচার থেকে উনিশ শতকের আলোকপ্রাপ্ত কিছু মানুষ অবশ্যই মুক্তি চেয়েছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা, বিশেষত হিন্দু কলেজে ডিরোজিও-র ন্যায় ও যুক্তিবাদী শিক্ষায় তাঁরা অনুপ্রাণিত হন। ফরাসী বিপ্লবের মানবতার বাণী ত্রয়ের (সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা) প্রতি তাঁরা আকর্ষণ বোধ করেন। সমগ্র উনিশ শতক ধরে নারীর মুক্তিচেতনার অন্তরালে ছিল ব্যাপকার্থে সামাজিক মুক্তিরই আকাঙ্ক্ষা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে গড়ে ওঠা জমিদারী প্রথা অনুযায়ী জমিদারের শোষণ এবং সেই সঙ্গে নীলকরদের অত্যাচার পীড়নে জর্জরিত মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে এইসব অত্যাচার শোষণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীলদর্পণ' নাটকে, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'জমিদার দর্পণ' নাটকে এবং আরো কিছু সমধর্মী 'দর্পণ' নাটকে সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে অনভিব্যক্ত রাষ্ট্রীয় মুক্তির চিন্তাধারা। এই কারণে সাম্রাজ্যবাদী শাসক শঙ্কিত হয়ে আইনের (নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন, ১৮৭৬) সাহায্যে নাটক ও মঞ্চের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তির চর্চা চরম রূপ নিয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। রাজনৈতিক মুক্তিচেতনা ক্রমশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন দুটি খাতে বইতে শুরু করেছে। গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস আন্দোলন আর রুদ্রপন্থীদের সহিংস ক্রিয়াকলাপ। ক্রমে এই দশকের শেষে (১৯১৭) সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তাৎপর্য উপলব্ধ হয়েছে। দীর্ঘ প্রস্তুতির পর চল্লিশের দশকে এসে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ যুবক-ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠণ সমূহ গড়ে ওঠে। সমাজতান্ত্রিক মুক্তির আদর্শে আন্দোলন গড়ে উঠেছে - যার লক্ষ্য সামাজিক-রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক মুক্তির আশা-আকাঙ্খা, স্বপ্ন-কামনার বহুবর্ণময় সম্ভাবনা। এ পর্বের নাটকে এই চেতনাই 'ল্যাবরেটরি', 'জবানবন্দী'র পথ ধরে 'নবান্নে', 'ছেঁড়াতারে', 'তরঙ্গে' প্রবাহিত হয়েছে। শ্রেণীদ্বন্দ্বের ও শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বাদর্শ এবং মতবাদকে অনুভবের স্তরে স্তরে লালন করে এগিয়েছেন নাট্যকাররা। গণনাট্যসংঘের মধ্যে লাভ করেছে গণ-সংগঠণের যূথবদ্ধতার নিবিড় আয়তন। অন্তর্দ্বন্দ্বে, আদর্শ-সংঘাতে, তত্ত্ব বিতর্কে দল ভেঙে গেলেও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ধ্বজাপতাকা উড্ডীন থেকেছে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালেও। এ পর্বে এসে বর্তমান আলোচনা শেষ হয়েছে।

বিবর্তনের এই পথরেখা চিহ্নিত করতে গিয়ে সামাজিক মুক্তিকামনা ক্রমে কীভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিবাসনার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পথ

ধরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি পূর্ণাঙ্গ বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে — বাংলা নাটকের এই ক্রমবিবর্তনের কৌতূহলোদ্দীপক পরিচয় উদ্ঘাটনের প্রয়াস এখানে করা হয়েছে।

বাংলা নাটক সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের আলোচনা গ্রন্থের অপ্রতুলতা নেই। এর আগে রচিত নাট্যসমালোচনামূলক গ্রন্থাদিতে বিক্ষিপ্তভাবে বিষয়টি কোথাও কোথাও আলোচিত হলেও প্রায় একশ বছরের আর্থ-রাষ্ট্র-সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের বিবর্তনের বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার অভাব থেকে গেছে। এ গবেষণা নিবন্ধে সেই অভাব পূরণের বিনীত প্রয়াস।

আলোচনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে মোটামুটি ছ'টি অধ্যায়ে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। অধ্যায় বিন্যাস নিম্নরূপ —

<u>প্রথম অধ্যায়ে</u> : দেশী-বিদেশী বিভিন্ন নাটকে মানব সমাজের বিচিত্র রূপ, সমাজ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাগুলি কীভাবে উত্থাপিত হয়েছে, কীভাবে গ্রীক, ইউরোপীয় ও সংস্কৃত নাটক সামাজিক চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে - তা আলোচিত হয়েছে।

<u>দ্বিতীয় অধ্যায়ে</u> : ইংরেজের এদেশে রাজতক্তে আরোহণ কাল থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা এবং এই প্রেক্ষাপটের সঙ্গে একালে রচিত নাট্যসম্পর্ক বিশ্লেষিত হয়েছে।

<u>তৃতীয় অধ্যায়ে</u> : বিশ্লেষিত হয়েছে-উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় রচিত বাংলা মৌলিক নাটকে প্রকাশিত সমাজ সমস্যার ক্রমশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ভাবনায় রূপান্তর প্রসঙ্গ। এই বিবর্তনের কালপর্ব মোটামুটিভাবে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

<u>চতুর্থ অধ্যায়ে</u> : আলোচ্য বিষয় — নাটকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভাবনার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় উত্তরণ। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মোটামুটি পঞ্চাশ বছরের নাটকগুলি অবলম্বনে এ বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়েছে।

<u>পঞ্চম অধ্যায়ে</u> : আলোচিত হয়েছে - নাটকের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভাবনা কীভাবে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছে । রুশ বিপ্লব (১৯১৭) , ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন (১৯২৫) , জার্মানীতে ফ্যাশিস্ট হিটলার ও নাৎসী বাহিনীর উত্থান (১৯৩৩) - ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গ । প্রাক্-যুদ্ধপর্বে (১৯২৯-'৩০) সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল । ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । এসবের প্রতিক্রিয়ায় হতাশা , সনাতন মূল্যবোধের ভাঙন একদিকে , অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থা এবং তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আন্দোলন । বাংলা নাটকেও দেখা দিয়েছে শ্রেণীদ্বন্দ্ব , সমাজের নিচু তলার মানুষদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ স্পৃহা। নাটকে এই সমাজতান্ত্রিক ভাবনার প্রকাশ তুলে ধরা হয়েছে ।

<u>ষষ্ঠ অধ্যায়ে</u> : আলোচিত হয়েছে রঙ্গমঞ্চের ভূমিকা , নাটকে সমাজ , রাজনীতি এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ।

<u>পরিশিষ্ট অংশে</u> : আছে অধুনা দুষ্প্রাপ্য কিছু নাট্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ ও প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ।

পরিশেষে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহ ও পত্রপত্রিকার বর্ণানুক্রমিক তালিকা সংযোজিত ।